৮

আজকের কাগজ

তারিখ .. 16 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... ৪ ...... কলাম ... ৪ ...

পরীক্ষা পাস ঃ আশীর্বাদ না অভিশাপ

তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা শতকরা ২৬%। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডগুলো ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন সংযোজন করেন যা প্রতি বিষয়ের মোট নম্বরের অর্ধেক (গণিত ব্যতীত) অর্থাৎ ৫০% নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সুবাদে ১৯৯২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পাস করেছিল। একইভাবে ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪টি বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীর মোট পাসের সংখ্যা ৪ লাখ ৪ হাজার ৪০২ জন অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাফল্যে চারদিকে জয়ে জয়কার।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে সরকারি কলেজের সংখ্যা ২১০টি। এর আসন সংখ্যা ১ লাখ ৩৭ হাজার। আর বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ৮৯৩টি। যার আসন সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার থাকলেও প্রয়োজনীয় গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও শিক্ষক খুবই নগণ্য।

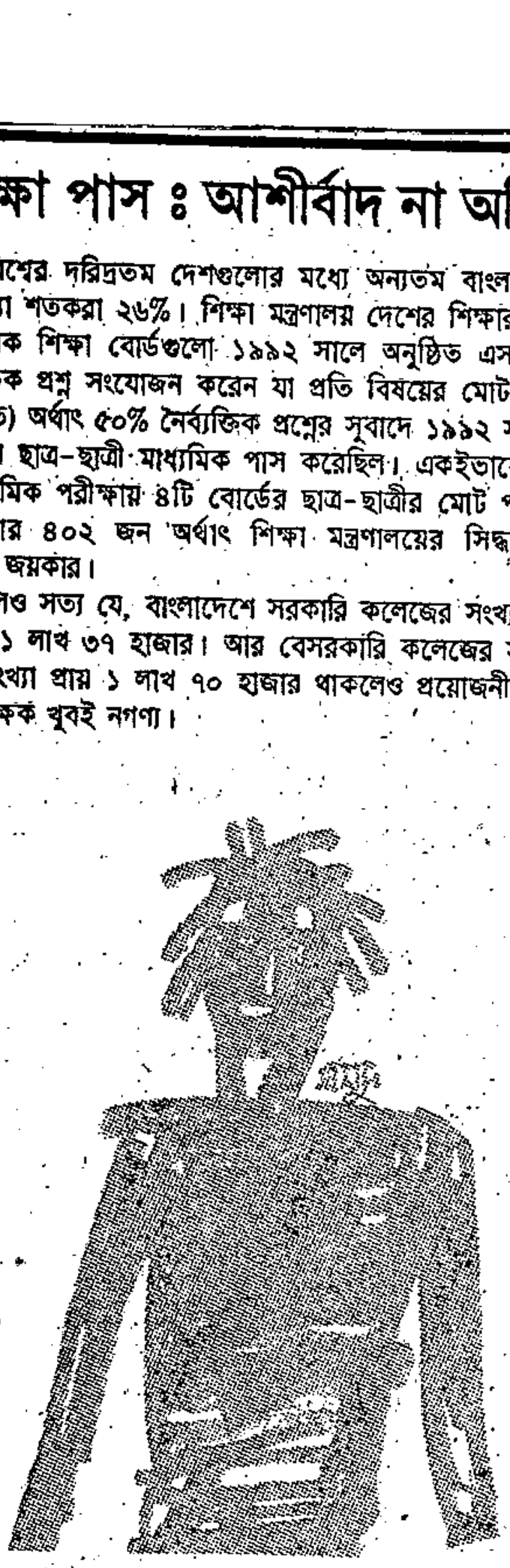

উল্লেখ থাকে যে, এ বছর প্রথম বিভাগে পাস করেছে ১ লাখ ৯২ হাজার ৩১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী যা সরকারি কলেজের আসন সংখ্যার চেয়ে ৫৫ হাজার বেশি।

বাংলাদেশের কলেজসমূহে ভর্তির আসন সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ। অর্থাৎ ১ লাখ ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পাস করা সত্ত্বেও কলেজে ভর্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এটা কি আমাদের দেশের জন্যে আশীর্বাদ না অভিশাপ।

ক্ষমতাসীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, শুধু পাসের সংখ্যা বাড়িয়ে দেশে শিক্ষার হার বাড়ানো সম্ভব নয়, এতে শুধু দেশে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টিই হবে। আমাদের উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত স্থান, পরিবেশ তৎসংগে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেই শিক্ষার হার বাড়ানো উচিত। অনুগ্রহ করে ক্ষমতাসীন সরকার এই বিষয়ে নজর দেবেন। নইলে আমাদের জাতির জন্যে পাস করাটা আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়েই থাকবে।

জীবন সাহা
গণিত বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।